গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কারা মহাপরিদর্শক
কারা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা

এবং

সচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

জুলাই ১, ২০১৮ - জুন ৩০, ২০১৯

সূচিপত্র

অধিদপ্তরের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র ঃ... ৩

প্রস্তাবনা/উপক্রমণিকা ঃ.. ৪

সেকশন ১ : অধিদপ্তরের রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলী ঃ....... ৫

সেকশন ২ : অধিদপ্তরের বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact) ঃ.............................. ৬

সেকশন ৩ : কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ ঃ.......................... ৭-৮

অঙ্গীকারনামা : মাননীয় স্বরাষ্ট্র সচিব মহোদয়ের নিকট কারা মহা পরিদর্শক এর অঙ্গীকারপত্র ঃ.............................. ৯

কারা বিভাগের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

(Overview of the Performance of the Prisons Directorate)

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ ঃ

সাম্প্রতিক অর্জন ঃ কাশিমপুর কারাগারে বন্দীদের কারা বন্দিদের আবাসিক ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সিডর প্রকল্পভুক্ত বরিশাল, বরগুনা ,ঝালকাঠি ও পটুয়াখালী কারাগারের সংস্কার ও বন্দী ভবন নির্মাণ এবং সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগার নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার,কেরাণীগঞ্জ এলাকায় মহিলা বন্দীদের জন্য মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগার এর কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। কারাগারের অভ্যন্তরে অবৈধ দ্রব্য প্রবেশ রোধ কল্পে Human Body Scanner এবং Luggage Scanner স্থাপন করা হয়েছে। নাজিমউদ্দিন রোডে বিদ্যমান পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ডিজাইন প্রতিযোগীতার মাধ্যমে নকশা চূড়ান্ত করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে বঙ্গবন্ধু তথা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, চার নেতার স্মৃতির যাদুঘর এবং ঢাকার মধ্যযুগের ঐতিহ্য সংরক্ষণ করা যাবে। কারা জীবনের অভিজ্ঞতা অনুভব এবং পাশাপাশি পুরাতন ঢাকার যানজট হ্রাস পাবে, উন্মুক্ত নাটক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মঞ্চায়ন করা যাবে, গবেষণার সুযোগ, পুরাতন ঢাকার ঐতিহ্যবাহি খাবারের ফুড কোর্ট, নির্মল বাতাসের জন্য থাকবে সুসজ্জিত জলাধার যা দর্শনকারীর জন্য আনন্দদায়ক হবে। সবুজে ঘেরা একটি দৃষ্টি নন্দন এবং ঐতিহাসিক এলাকাটি হবে ঢাকাবাসীর জন্য পরিবার পরিজন নিয়ে বেড়ানোর একটি সুন্দর ও আদর্শ জায়গা হবে। প্রস্তাবিত প্রকল্প ঢাকা নগরের একটি ঐতিহাসিক স্থান হিসেবে ঘোষিত হয়ে রাজউক এর ইমারত নির্মাণ বিধিমালার প্রয়োগ নিশ্চিত হবে। এ ছাড়া নরসিংদী, ঠাকুরগাঁও জেলা কারাগার নির্মাণ এবং কুমিল্লা, জামালপুর,নোয়াখালী কারাগার পূণঃ নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বন্দিদের সাজা ভোগ শেষে অপরাধমুক্ত থেকে ভবিষ্যতে সমাজে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে বন্দিদের বিভিন্ন উৎপাদনমুখী (মৎস চাষ, সবজি চাষ, বিভিন্ন ধরণের কৃষি ভিত্তিক উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রশিক্ষণ প্রদানের নিমিত্ত)কাজে নিয়োজিত করনের জন্য অন্যান্য দেশের অনুরূপ ওপেন জেল চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে কক্সবাজার জেলার উখিয়ায় ৩১০ একরের একটি উন্মুক্ত কারাগার চালু করা হবে। কারা ব্যবস্থাপনার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে দেশে-বিদেশে ৯৫৯ জন কর্মকর্তা/কর্মচারিকে বিভিন্ন কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কয়েদিদের উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়লব্দ অর্থ হতে লভ্যাংশের ৫০% সংশ্লিষ্ট কয়েদিকে পারিশ্রমিক হিসেবে প্রদানের অনুমোদন করা হয়েছে। বন্দীদেরকে আত্মীয় স্বজনের সাথে ফোনে কথা বলার সুবিধার্থে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সহযোগীতায় পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে টাঙ্গাইল জেলা কারাগারে মোবাইল ফোন বুথ নির্মাণ ও চালু করা হয়েছে। কাশিমপুর ও গাজীপুর কারাগারে বন্দীদের প্রশিক্ষণের জন্য গার্মেন্টস ট্রেনিং স্কুল চালু করার পাশাপাশি নারায়নগঞ্জ জেলা কারাগারেও গার্মেন্টস প্রশিক্ষন ও জামদানী প্রশিক্ষন চালু করা হয়েছে। প্রথমবারের মতো কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-২ তে কম্পিউটার অপারেটেড এমব্রয়ডারী এবং অটোমেটেড মোজা তৈরীর প্রশিক্ষণ চালু করা হয়েছে।

সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ ঃ

কারা বিভাগের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব নিরাপদ আটক নিশ্চিত করতঃ সকল বন্দিকে প্রয়োজনীয় সেবা, মানবিক আচরণ, আইনি সহায়তাসহ মৌলিকসুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতঃ দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আত্মবিশ্বাসী করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান। এ দায়িত্ব যথাযথভাবে সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবল, আধুনিক নিরাপত্তা সরঞ্জামাদি, আবাসন, চিকিৎসক ও যানবাহনের সংকট রয়েছে। বর্তমানে সীমিত অবকাঠামো, স্বল্প প্রশিক্ষিত জনবল দ্বারা বন্দিদের নিরাপদ আটক নিশ্চিত এবং আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক কর্মে প্রশিক্ষিত করে মুক্তির পর সমাজে পুনর্বাসনের ভূমিকা রাখার নিমিত্ত অপরাধ প্রবনতা হ্রাস করাই কারা প্রশাসনের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ।

ভবিষ্যত পরিকল্পনা ঃ

* কারাগারকে শাস্তির পরিবর্তে প্রকৃত সংশোধনাগার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হবে।

*কারাগার থেকে মুক্তির পর অপরাধী হিসেবে পূণঃ পূণঃ আগমন প্রতিরোধকল্পে বন্দিদের চারিত্রিক সংশোধণ করে একজন সুশৃংখল নাগরিক হিসেবে সমাজে পূণর্বাসনের লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহনসহ আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের সকল ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

* কারা ব্যবস্থা আধুনিকায়নের জন্য যন্ত্রপাতি ক্রয়, অনলাইন সেবা পদ্ধতি চালুকরণ, বন্দিদের ডাটাবেজ তৈরীকরণের কাজ, নবসৃজিত ৩১০৭জন জনবলনিয়োগ ও প্রশিক্ষণ প্রদান।

*মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সার্বিক কারা ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের লক্ষ্যে কর্মকর্তার সংখ্যা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা হবে।

*বন্দিদের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য ৩০০ বেডের আধুনিক হাসপাতাল নির্মাণ করা হবে।

*নাজিমউদ্দিন রোডস্থ পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে জাতির জনক ও জাতীয় ০৪ (চার) নেতার স্মৃতি যাদুঘর সর্ব সাধারণের জন্য উন্মুক্তকরণ, জনসাধারণের জন্য বিনোদন পার্ক স্থাপন এবং কারা কর্মকর্তা/কর্মচারিদের কল্যাণার্থে কারা কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হবে।

* বন্দিদের আবাসন সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে আগামী বছরগুলোতে নরসিংদী এবং ঠাকুরগাঁও জেলা কারাগার নতুন স্থানে স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে প্রকল্প শুরুর পাশাপাশি জামালপুর এবং কুমিল্লা কারাগারদ্বয় পূণঃ নির্মাণ করা হবে।

* কারাভ্যন্তরে বর্তমানে চালুকৃত "বন্দি পূণর্বাসন প্রশিক্ষণ স্কুল" কে পূর্ণাংগ রূপ প্রদান করে কারিগরি শিক্ষাবোর্ড অনুমোদিত কারিকুলাম অনুযায়ী কোর্স চালুকরণ এবং কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদন গ্রহন।

*নিরাপদ বন্দি স্থানান্তরে সক্ষমতা বৃদ্ধি।

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ ঃ

*নতুন কেরানীগঞ্জ মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগার নির্মাণ সমাপ্তির মাধ্যমে ৫০০ বন্দি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ৫০০ জন বন্দির আবাসনের ব্যবস্থা করা হবে।

* বন্দিদেরচিকিৎসা, খাদ্যের মান ও শিক্ষা নিশ্চিত করা হবে।

*সমাজে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ৩০০০ জন বন্দিকে বিভিন্ন কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

*কারা নিরাপত্তা আধুনিকায়ন প্রকল্প (চট্টগ্রাম ও বৃহত্তর ঢাকা বিভাগের ৩২টি কারাগার) এরকাজ সমাপ্ত করতঃ এ দুটি বিভাগের কারা নিরাপত্তা আধুনিকায়ণ নিশ্চিতকরন কাজসম্পন্ন এবং অবশিষ্ট পাঁচটি বিভাগের নিরাপত্তা আধুনিকায়নের লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহন করা হবে।

*রাজশাহী কারা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার সম্প্রসারণ প্রকল্পের কাজ সন্তোষজনক পর্যায়ে উন্নীতকরা হবে।

*বন্দি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন গৃহিত প্রকল্পসমূহের অনুমোদন গ্রহন ও কার্যক্রম শুরু করা হবে।

*বন্দিদের জন্য কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদনকৃত কারিকুলাম অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কোর্স প্রবর্তন/চালু করা হবে।

*বন্দিদের আত্মীয়-স্বজনের সাথে মোবাইল ফোনে কথা বলার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। পাইলট প্রকল্প হিসেবে টাঙ্গাইল জেলা কারাগারে মোবাইল ফোন বুথ পূর্ণাঙ্গরূপে নির্মাণ ও চালু করা হবে।

*বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কারা প্রশিক্ষণ একাডেমী কেরানীগঞ্জ নির্মাণ প্রকল্পের চূড়ান্ত অনুমোদন গ্রহণ।

*চাঁপাইনবাবগঞ্জ,নারায়নগঞ্জ,টাঙ্গাইল,পাবনা,কক্সবাজার,জামালপুর কারাগারে বন্দী ভবন উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারনের কাজ ত্বরান্বিত করণ।

<u>উপক্রমণিকা</u>

সরকারি দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প-২০২১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সৈয়দ ইফতেখার উদ্দীন

এবং

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসেবে সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এর মধ্যে ২০১৮ সালের জুন-----------মাসের ১০-------তারিখে এই বার্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন ঃ

সেকশন-১

কারা বিভাগের রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলী

১.১ **রূপকল্প (Vision)ঃ**

রাখিব নিরাপদ, দেখাব আলোর পথ ।

১.২ **অভিলক্ষ (Mission)ঃ**

বন্দিদের নিরাপদ আটক নিশ্চিতকরণ, কারাগারের কঠোর নিরাপত্তা ও শৃংখলা বজায় রাখা, বন্দিদের সাথে মানবিক আচরণ, তাদের যথাযথ বাসস্থান, খাদ্য, চিকিৎসা ও আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও আইনজীবির সাথে সাক্ষাতের সুযোগ দান এবং সুনাগরিক হিসেবে সমাজে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে উদ্বুদ্ধকরণ ও উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান ।

১.৩ **কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives).ঃ**

১.৩.১ কারা বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহঃ–

১. নিরাপদ আটক নিশ্চিতকরন এবং কারা বন্দিদের আবাসন সমস্যা দূরীকরণ;

২. কারা বন্দিদের পুষ্টি,স্বাস্থ্য ও অন্যান্য মৌলিকসেবা নিশ্চিতকরণসহ চারিত্রিক সংশোধণ ও শৃংখলা আনয়ন;

৩. বন্দিদের আইনি সহায়তা নিশ্চিতকল্পে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান ;

৪. মাদকাসক্ত বন্দিদের মাদকমুক্ত করার লক্ষ্যে যথাযথ চিকিৎসাসহ অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহন ;

৫. কারা বন্দি ও কর্মকর্তা/কর্মচারিদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিকরনে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান;

৬. বন্দিদের মানসিক স্বাস্থ্য বিকাশেবিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ;

১.৩.২ আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ ঃ

১. দক্ষতার সাথে বন্দি ব্যবস্থাপনা ও বার্ষিক কার্যাদি সম্পাদন;

২. প্রাপ্ত অভিযোগের প্রতিকার, গুড প্রাকটিস ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে সেবার মান নিশ্চিতকরণ;

৩. নৈতিকতা ও দক্ষতার উন্নয়ণ;

৪. তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণ;

৫. আর্থিক ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা আনয়ন ;

৬. বন্দিদের শৃংখলা ও চারিত্রিক সংশোধনের পাশাপাশি কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আত্মবিশ্বাসী করে গড়ে তোলা ও পূণর্বাসনে সহায়তা করা ।

১.৪ **কার্যাবলী (Functions)ঃ**

১. বন্দিদের নিরাপদ আটক নিশ্চিতকরণ ও শৃংখলা নিয়ন্ত্রণ;

২. কারা বন্দিদেরস্বাস্থ্যসম্মত আবাসন, পুষ্টি, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা নিশ্চিতকরণ;

৩. বন্দিদের আইনি সহায়তা নিশ্চিতকল্পে পদক্ষেপ গ্রহণ; .

৪.বন্দিদের পারিবারিক যোগাযোগ স্থাপন ও পরিবারের সদস্যদের সাথে নীতিমালা মোতাবেক সাক্ষাতের ব্যবস্থাকরণ;

৫. বন্দিদের নথি সংরক্ষণ ও হাল-নাগাদকরণ;

৬. কয়েদী বন্দিদেরকে পোষাক প্রদান;

৭. প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বন্দিদেরকে এক কারাগার থেকে অন্য কারাগারে স্থানান্তর এবং কোর্টে হাজিরকরণ ;

৮. বন্দিদের মানসিক বিষন্নতা দূর করে মানসিক স্বাস্থ্য বিকাশে পদক্ষেপ গ্রহন;

৯. সাজাপ্রাপ্ত বন্দিদের প্রাপ্য রেয়াত মঞ্জুর এবং শৃংখলা ভংগের জন্য সাজা প্রদান;

১০. বন্দি পূণর্বাসনের লক্ষ্যে বন্দিদেরকে বিভিন্ন পেশায় কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কার্যক্রম গ্রহণ;

১১. মায়ের সাথে আটক শিশুদের মানসিক বিকাশ ও মৌলিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ;

১২. বন্দিদের মানবাধিকার নিশ্চিতকরণ;

১৩.বন্দিদের চারিত্রিক সংশোধণ করে সুশৃংখল জীবন পরিচালনায় অভ্যস্ত করা;

১৪. দক্ষ, সুষ্ঠ এবং স্বচ্ছ কারা প্রশাসন পরিচালনা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে অফিস, স্টাফ এবং রক্ষণা-বেক্ষণের সঠিক পরিকল্পনা, তত্ত্বাবধান ও পরিচালনা ।

সেকশন-২

কারা অধিদপ্তরের বিভিন্নকার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact)

আউটকাম (Outcome)	কর্মসম্পাদন (Performance Indicator)	একক (Unit)	প্রকৃত		লক্ষ্যমাত্রা ২০১৮-১৯	প্রক্ষেপন		অধিদপ্তরের নির্ধারিত প্রভাব অর্জনের ক্ষেত্রে যৌথভাবে দায়ী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহের নাম	উপাত্তসূত্র	
			২০১৬-১৭	২০১৭-১৮		২০১৯-২০	২০২০-২১			
১. নিরাপদ আটক ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ	১.১ ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি	সংখ্যা	৩৬৬১৪	৩৭৮১৪	৩৮৫০০	৩৯৫০০	৪০০০০	স্বরাষ্ট্র,অর্থ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, কারা অধিদপ্তর,স্থাপত্য ও গণপূর্ত অধিদপ্তর ।	বার্ষিক প্রতিবেদন হতে প্রাপ্ত ।	
২. মানবিক আচরণ/সেবা প্রদান	২.১ খাদ্য, চিকিৎসা সেবা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সহায়তা	%	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	কারা অধিদপ্তর এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ।	বার্ষিক প্রতিবেদন হতে প্রাপ্ত ।	
৩. সমাজে সুনাগরিক হিসেবে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান	৩.১ দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	২১৫০	২৪০০	৩০০০	৩০৫০	৩১০০	কারা অধিদপ্তর ।	বার্ষিক প্রতিবেদন হতে প্রাপ্ত ।	

সেকশন -৩

কৌশলগত উদ্দেশ্য ,অগ্রাধিকার ,কার্যক্রম , কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্ম সম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত		লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৮-১৯					প্রক্ষেপন ২০১৯-২০	প্রক্ষেপন ২০২০-২১	মন্তব্য
						২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	অসাধারন	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে			
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			
কারা বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ															
(১) নিরাপদ আটক নিশ্চিতকরণ এবং কারা বন্দিদের আবাসন সমস্যা দুরীকরণ	২৪	(১.১) বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ এবং নিরাপত্তা সরঞ্জামাদি/ যানবাহন সংগ্রহের জন্য প্রকল্প গ্রহণ	(১.১.১) ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি	সংখ্যা	১০	৩৬৬১৪	৩৭৮১৪	৩৮৫০০	৩৮০০০	৩৭৯০০	৩৭৮১৪	৩৬৬১৪	৩৯৫০০	৪০০০০	ময়মনসিংহ ও খুলনা কারাগার নির্মাণ এবং আধুনিকীকরন প্রকল্পের কাজ ত্বরান্বিতকরন।
			(১.১.২) নির্মিত সীমানা প্রাচীর	সংখ্যা (কারাগার)	৬	৪২	৪৭	৫২	৫০	৪৮	৪৭	৪০	৫৪	৬০	--
			(১.১.৩) সংগৃহীত নিরাপত্তা সরঞ্জামাদি (আর্চওয়ে এবং হ্যান্ডহেল্ড মেটাল ডিটেক্টর, বডি/লাগেজ স্ক্যানার, জ্যামার, সিসিটিভি, বুলেটপ্রুফ ভেস্ট, বাইনোকুলার, রায়টশিল্ড, ফগার মেশিন,যানবাহন ইত্যাদি)	সংখ্যা (কারাগার)	৮	১০	৩২	৫০	৪২	৩৬	৩২	৩০	৫৫	৬০	কারা নিরাপত্তা আধুনিকায়ন (রাজশাহী, রংপুর, বরিশাল, খুলনা ও সিলেট বিভাগ) প্রকল্প এবং সেবা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রকল্পের অনুমোদন গ্রহন।
(২) কারা বন্দিদের খাদ্য ও স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণ	২০	(২.১) কারা বন্দিদেরকে প্রদত্ত সেবা	(২.১.১) সরবরাহকৃত খাদ্য মান (ক) হাজতী (খ) কয়েদী	কিলো ক্যালরি	৭	১৮০০ ২০০০	১৮৫০ ২০১০	১৯০০ ২১০০	১৮৮০ ২০৭০	১৮৬০ ২০৪০	১৮৫০ ২০১০	১৮০০ ২০০০	১৯১০ ২১১০	১৯২০ ২১২০	--
			(২.১.২) বন্দি মৃত্যু হার কমানো	%	৬	৫.৩০	৩.০০	২.৮০	২.৮৫	২.৯০	৩.০০	৩.২৫	২.৭৫	২.৭০	--
			(২.১.৩) প্রদত্ত হাসপাতাল বেড	সংখ্যা/ ১০০০	৭	২.৫০	৩.০০	৩.৫০	৩.৪০	৩.৩০	৩.০০	২.৭৫	৩.৭৫	৪.০০	
(৩) কারা বন্দিদের আইনগত সহায়তা	৯	(৩.১) বন্দিদের আইনি সহায়তা প্রদান	(৩.১.১) প্রদত্ত আইনি সহায়তা	%	৯	১০০	১০০	১০০	--	--	--	--	১০০	১০০	--

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্ম সম্পাদন সূচক	একক	কর্ম সম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত		লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৮-১৯					প্রক্ষেপন ২০১৯-২০	প্রক্ষেপন ২০২০-২১	মন্তব্য
						২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	অসাধারন	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে			
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			
(৪) মাদকাসক্ত বন্দিদের বিশেষ সেবা/ চিকিৎসা প্রদান	৭	(৪.১) মাদকাসক্ত বন্দিদের সেবা প্রদান	(৪.১.১) আয়োজিত মোটিভেশন প্রোগ্রাম	সংখ্যা	৪	৮০০	৮১৬	৮৩০	৮২৫	৮২০	৮১৬	৮০০	৮৩৫	৮৪০	--
			(৪.১.২) প্রদত্ত চিকিৎসা	%	৩	১০০	১০০	১০০	--	--	--	--	১০০	১০০	--
(৫) কারা বন্দিদের প্রশিক্ষণ প্রদান	৬	(৫.১) প্রশিক্ষণের আয়োজন	(৫.১.১) প্রদানকৃত কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি বিষয়ক প্রশিক্ষণ	সংখ্যা (বন্দি)	৬	২১৫০	২৪০০	৩০০০	২৭০০	২৬০০	২৪০০	২৩০০	৩০৫০	৩১০০	--
(৬) বন্দিদের শিক্ষা ও মানসিক স্বাস্থ্য বিকাশে বিভিন্ন সামাজিক/ সাংস্কৃতিক ও চিত্ত-বিনোদনের ব্যবস্থা করণ	১৪	(৬.১) শিক্ষা ও মানসিক স্বাস্থ্য বিকাশ/ চিত্ত-বিনোদনের বিভিন্ন আয়োজন	(৬.১.১) প্রদত্ত শরীর চর্চার সুযোগ	%	২	১০০	১০০	১০০	--	--	--	--	১০০	১০০	--
			(৬.১.২) প্রদত্ত টিভি দেখার সুযোগ	%	২	১০০	১০০	১০০	--	--	--	--	১০০	১০০	--
			(৬.১.৩) প্রদত্ত আত্মীয় স্বজনের সাথে সাক্ষাৎ	%	২	১০০	১০০	১০০	--	--	--	--	১০০	১০০	--
			(৬.১.৪) প্রদানকৃত ইনডোর/আউটডোর খেলা-ধুলার সুযোগ	%	২	১০০	১০০	১০০	--	--	--	--	১০০	১০০	--
			(৬.১.৫) প্রদানকৃত অক্ষর জ্ঞান, পত্র-পত্রিকা ও বই পড়ার সুযোগ	%	২	১০০	১০০	১০০	--	--	--	--	১০০	১০০	--
			(৬.১.৬) প্রদত্ত বিভিন্ন সামাজিক/ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পালন/উপভোগের সুযোগ	%	২	১০০	১০০	১০০	--	--	--	--	১০০	১০০	--
			(৬.১.৭) কারাভ্যন্তরে প্রণীত ফোন বুথ স্থাপন	সংখ্যা	২	--	১০০%	২	১	--	--	--	৩	৪	--

অঙ্গীকারনামা

আমি ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সৈয়দ ইফতেখার উদ্দীন, কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এর প্রতিনিধি সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এর নিকট অঙ্গীকার করছি যে, এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে সচেষ্ট থাকব ।

আমি সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এর প্রতিনিধি হিসেবে কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা এর নিকট অঙ্গীকার করছি যে, এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করব ।

-------------------------- ১০ জুন ২০১৮
-------------------------- তারিখ

কারা মহাপরিদর্শক
কারা অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা ।

-------------------------- ১০.৬.১৮
-------------------------- তারিখ

সচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ।